DD (Admn.)

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.moa.gov.bd

স্মারক: ১২.০০.০০০০.০২০.২৩.০০১.১৬.১৬৪১

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ / ২৬ নভেম্বর ২০১৭

বিষয়: মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচী প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০-০৮-২০১৭ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র- ৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২০১৭/১১১ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচী প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের লক্ষে ১০-০৮-২০১৭ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী এসাথে প্রেরণ করা হলো। উক্ত কার্যবিবরণীর আলোকে জাতীয় কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্ব স্ব কার্যালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমুহের কর্মসূচী প্রনয়ণ পূর্বক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ১৫ (পনের) ফর্দ।

মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০১২৬
e-mail: dsadmin2@moa.gov.bd

বিতরণঃ
১। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (সকল)।

****** ***** *****

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd

স্মারক নং-১২.০১.০০০০.৩৮.২৮.০০১.২০১৩- ১৬৬১২ (২০৩) তারিখঃ- ৫/১২/২০১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। পরিচালক, ...উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (সকল)।
২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,......................অঞ্চল,............................(সকল)।
৩। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,.. (সকল)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,..(সকল)।
৫। উপপরিচালক (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। কার্যবিবরনীটি ডিএই'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সদর দপ্তরসহ সকল অঞ্চল/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (সূর্যোদয়ের সাথে সাথে) এবং ১৫-১২-২০১৭ ও ১৬-১২-২০১৭ খ্রি. তারিখ উভয় দিন সন্ধা থেকে রাত ১টা পর্যন্তআলোকসজ্জার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

জাতীয় কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্ব স্ব কার্যালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের কর্মসূচী প্রনয়ণ পূর্বক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ মাহবুবুল আলম)
উপপরিচালক (প্রশাসন)
পক্ষে-মহাপরিচালক
ফোনঃ ৯১২৫০৫৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০-০৮-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	ঃ	১০-০৮-২০১৭, সকাল ১০:৩০ টা
সভার স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। ১৯৭১-এ তারই আহবানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধে সীমাহীন ত্যাগ এবং অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে মহান বিজয় অর্জন করেন। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন দেশের জনগনকেও স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন। উন্নত দেশ গড়ার ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সভাপতি আরো বলেন যে, একটি উন্নত জাতি হিসেবে মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় আরো সুন্দর, সুষ্ঠু, জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে এ আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

২.০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্বক জানান, আগস্ট মাস শোকবহ মাস। এ মাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের এই আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন এবং সভায় সময়মত উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো জানান যে, প্রতি বছর মহান বিজয় দিবস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। বিগত বছরসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে দিবসটি আরো আকর্ষণীয় ও সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের জন্য এ সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন করা হবে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের নিমিত্ত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

৩.০ অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ২০১৭ সালের জন্য মহান বিজয় দিবসের খসড়া জাতীয় কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। খসড়া কর্মসূচির বিষয়ে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিগণ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় ঃ

৪.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

৪.০১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচির ০১ ক্রমিকে বর্ণিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এর বিষয়ে বঙ্গভবনের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী প্রণয়ন ও প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকণ্ঠে উচ্চারিত বাণী ভিডিওতে ধারণ করে বাংলাদেশের সকল মিশনসমূহে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান ;

৪.০২ জাতীয় কর্মসূচির ০২ ক্রমিকে বর্ণিত সাধারণ ছুটির বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, দিবসটিকে ইতোমধ্যে সাধারণ ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ঐদিন সাধারণ ছুটি থাকলেও সকল (সরকারি/বেসরকারি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতির উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া সভাপতি ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির এ দিনে সকল সককারি কর্মচারিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহবান জানান ;

৪.০৩ জাতীয় কর্মসূচির ০৩ (ক) ক্রমিকে বর্ণিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এর বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো আমাদের সকলের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলনের বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পতাকার ব্যবহার, রং, মাপ ইত্যাদি বিষয় পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনে ব্যপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে সভার পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া পতাকা আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণসহ প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ও জননিরাপত্তা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

অপর পৃষ্ঠা-০২ দ্রষ্টব্য

৫.১২ জাতীয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন সংক্রান্ত দু'টি কর্মসূচি একত্রিত করে জাতীয় পর্যায়ে/সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিতর্ক, আবৃত্তি, এবং রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচিটি উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতিতে তাঁদের কণ্ঠে উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ;

৫.১৩ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা ধারাবাহিকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয় ;

৫.১৪ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র ও বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকাশিতব্য ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব এর বাণী প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্রোড়পত্রের খসড়া প্রস্তুত করে তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে তা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয় ;

৫.১৫ বিমান বাহিনী জাদুঘর, নৌ-বাহিনী জাদুঘর ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর এবং বাংলাদেশ পুলিশ জাদুঘরসহ সকল সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ বিনা টিকিটে সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখতে হবে ;

৫.১৬ জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সকল মসজিদের ইমামগণকে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন;

৫.১৭ মহান বিজয় দিবস-২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ জাতীয় কর্মসূচি সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত করণের প্রস্তাব করা হয় ঃ

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	১৬-১২-২০১৭	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২।	১৬-১২-২০১৭	মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩।	১৬-১২-২০১৭ ১৫-১২-২০১৭ এবং ১৬-১২-২০১৭ (উভয় দিন) সন্ধ্যা থেকে রাত ০১টা পর্যন্ত	ক) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (সূর্যোদয়ের সাথে সাথে) খ) ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উচুঁ ভবনসমূহে বৃহদাকারের বাংলাদেশের পতাকা টানানো গ) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা- সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা।	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ ভবনসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ ভবনের মালিক। বিঃদ্রঃ তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বিষয়সমূহ (বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/ টিভি চ্যানেলে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে)। খ) প্রশাসক,বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। গ) বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, বেসরকারি ভবনের মালিক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
৪।	১৬-১২-২০১৭	ক) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঢাকায় একত্রিশবার তোপধ্বনি। খ) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনি।	ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ খ) জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জেলা প্রশাসক(সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),বাংলাদেশ পুলিশ
৫।	১৬-১২-২০১৭ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৬।	১৬-১২-২০১৭ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠা-০৭ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭।	১৬-১২-২০১৭	(ক) সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ। (খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিক এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ	(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রশাসক,বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। (খ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৮।	১৬-১২-২০১৭ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায়	(ক) তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সকাল ১০.৩০ টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিএনসিসি, বর্ডার গার্ড, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষীগণ কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ এবং বিমান বাহিনীর ফ্লাইপাষ্ট, উড়ন্ত হেলিকপ্টার হতে রজ্জু বেয়ে অবতরণ, প্যারাসুট জাম্প, চলন্ত যান্ত্রিক সামরিক কলামের সালাম, মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সালাম গ্রহণ ও কুচকাওয়াজ পরিদর্শন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার এবং বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেল সমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (প্যারেড স্কয়ারের দু'পাশে বড় পর্দায় দেখানোর ব্যবস্থাসহ) অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার। (খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যএম ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগ/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/বাংলাদেশ টেলিভিশন/ বাংলাদেশ বেতার/ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ/বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেলসমূহ। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৯।	১৬-১২-২০১৭	দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা সদরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, বিএনসিসি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কারারক্ষী, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার স্কাউট, গার্লস গাইড এবং শিশু-কিশোর সংগঠন (যেখানে সম্ভব) কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান।	জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ।
১০।	১৬-১২-২০১৭	জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সদরঘাট, ঢাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর বাদক দল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
১১।	১৬-১২-২০১৭	চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, (নারায়ণগঞ্জ), চাঁদপুর ও বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ,, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড।
১২।	১৬-১২-২০১৭	ক) জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক স্ব স্ব জেলায় ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) সকল সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা পরিষদ (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), পৌরসভা (সকল) জেলা এবং উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (সকল)। খ) সকল সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, প্রশাসক জেলা/ উপজেলা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ(সংশ্লিষ্ট)।
১৩।	১৬-১২-২০১৭	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, এীড়া অনুষ্ঠান, T-20 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব) ফুটবল, কাবাডি ও হাডুডু খেলার আয়োজন।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, যুব ও এীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় এীড়া পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

অপর পৃষ্ঠা-০৮ দ্রষ্টব্য